এই পথ চলা

শুজা রশীদ

১০ - তিনটি বিল, একটি ল্যাব রিপোর্ট

আজকাল আর কে কাকে চিঠিপত্র লেখে? মেইল বক্স অবশ্য একখানা আছে। কমিউনিটি মেইল বক্স। সারি বেঁধে দাঁড়ানো বাক্সের মধ্যে খোপ খোপ মেইলবক্স। মেইল যা আসে তার অধিকাংশই প্রমোশনাল, বাকিটুকু বিল-ফিল জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার-স্যাপার।

অফিস থেকে বাসায় ফিরে আমার ডেস্কে চারখানা চিঠি পত্র পড়ে থাকত দেখেই হৃদয়ে নিম্নচাপ অনুভব করলাম। এই রে, এর মধ্যেই বিল দেবার সময় হয়ে গেল? মাত্র না সেদিন দিলাম! মাস পেরিয়ে গেছে। সময় এতো দ্রুত পেরিয়ে যায় যে কখন সপ্তাহ চারেক ফুড়ুত করে উড়ে গেছে খেয়ালও করিনি। দ্রুত নেড়ে চেড়ে দেখলাম তিনটে বিল, একটা ল্যাব রিপোর্ট। বিল পাঠিয়েছে ইলেক্ট্রিসিটি, গ্যাস এবং এলার্ম কম্পানি। প্রথম দুটো মাসে মাসে হাজিরা দেয়, তাদেরকে নিয়ে তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া না হলেও এলার্ম কম্পানির বিল খুলে নজর বুলিয়েই আমার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। বাসার এলার্ম সার্ভিস দেয় তারা, মাসে ত্রিশ ডলার করে নেয়। কিন্তু এই বিল একশ' সত্তর ডলারের। ফাজলামী! টাকা কি গাছে ধরে?

হাতের ব্যাগ ছুড়ে দিয়ে সেই বিল নিয়ে বসলাম। এই প্রহসনের অর্থ কি?

লতা পার্ট টাইম কাজ করে। ফেরার পথে মেইল তুলে নিয়ে এসেছে। খোলে নি। আমার ভাব সাব দেখে সে কিছু একটা আন্দাজ করল। ছুটে এলো।

"কিসের বিল?"

"ADT I" আমাদের এলার্ম কম্পানির নাম।

"এমন ক্ষ্যাপার মত বিলের দিকে তাকিয়ে আছো কেন?" লতা ভ্রু কুঁচকে জানত চাইল। আমার এবং লতার মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে। আমরা একে অপরকে কোন ঠাসা করবার সুযোগ কখন হেলায় হারাই না। এই ব্যাপারে আমার ব্যুতপত্তি বেশী হলেও লতা একেবারে ফেলনা নয়। 'ক্ষ্যাপা' শব্দটি আমার পছন্দ নয়। সে জানে। আমার মেজাজ খারাপ দেখলে সে বেছে বেছে ঐ শব্দটাই ব্যাবহার করে।

আমি উল্টো ভ্রু কুঁচকে তাকে একটা খুব জ্বালাময়ী দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করবার চেষ্টা করলাম। " ক্ষ্যাপার মত তাকিয়ে থাকব কেন? অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। একশ' সত্তর ডলার বিল করেছে। পুলিশের বিল। ঘোড়ার ডিমের সিস্টেম বসিয়েছে। ভুয়া সিগনাল পাঠায় পুলিশকে। আর এখন বিল করছে আমাদেরকে! কত বড় আস্পর্দা চিন্তা করেছ?"

এক শ' সত্তর শুনেই লতার দৃষ্টি বিস্ফোরিত হল। "ফাজলামী নাকি? কই দেখি?"

আমার হাত থেকে বিল ছিনিয়ে নিল। দেখল। পড়তে পারল না। চশমা নেই চোখে। মাস কয়েক হল কাছের লেখা একেবারেও পড়তে পারে না। চশমা খুঁজতে কিছুক্ষন গেল। রিডিং গ্লাশ। শুধু কিছু পড়তে গেলে খোঁজ পড়ে। বাকী সময় অপাংতেয়র মত এদিক সেদিক পড়ে থাকে। চোখে লাগিয়ে বিল দেখে এবার নিজেই বিস্ফোরিত হল। "এক্ষুণী ফোন কর। মগের মুল্লুক নাকি? একটা টাকা দেব না ..."

এই পর্যায় একটা ফ্ল্যাশব্যাক হওয়াটা প্রয়োজন। এই বিলের পেছনে কিঞ্চিৎ রহস্য আছে। সপ্তাহ খানেক আগের ঘটনা। ছুটির দিন। বিছানায় আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে আর গড়াগড়ি করতে করতে সকাল পেরিয়ে দুপুর হয়ে গেছে। আগের রাতে পার্টি ছিল। বন্ধু বান্ধবরা এক জোট হয়ে তুমুল হৈ হট্টগোল করা আর ঠেসে খাওয়া দাওয়া করা – এই হচ্ছে আমাদের পার্টি। ফিরতে ফিরতে রাত আড়াইটা। বিছানায় যেতে যেতে সাড়ে চারটা। ছুটির রাতে একটা মুভি স্ট্রিম করে না দেখে ঘুমাতে গেলে ইজ্জত থাকে কোথায়?

দুপুরের দিকে কলিং বেলের আওয়াজ শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠি। আগে খবর না দিয়ে কেউ এলে আমরা সাধারণত পরিপূর্ণভাবে অবজ্ঞা করি। সদর দরজা পর্যন্ত গিয়ে খবর নেবার প্রয়োজন বোধ করি না কে এলো দেখার। এই দেশে ফোন না করে কে কার বাসায় যায়? নিশ্চয় কেউ কিছু বেঁচার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের মত ফিরিওয়ালা না থাকলেও বাড়ী বাড়ী বয়ে সার্ভিস বেঁচার প্রথা খুবই চালু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণ তরুণীদেরকে এই কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। তারা খবরের কাগজের বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন থেকে শুরু করে লন পরিচর্যা, স্নো ক্লিনিং ইত্যাদি নানা জাতের সিজনাল সার্ভিসও বিক্রি করে। তাদেরকে নিয়ে আমার বেশী উদ্বেগ। অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের কচি মুখ দেখে না করতে কষ্ট লাগে, নিজ পুত্র কন্যার কথা স্মরণ হয়, অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে ফেলি।

কিন্তু আজ বেশীক্ষণ অবজ্ঞা করা গেল না কারণ আবার কলিং বেল বাজল। অবজ্ঞা। আবার। মাঝে মাঝে প্রতিবেশী আসে এটা সেটা নিয়ে আলাপ করতে। খানিকটা কৌতূহলী হয়েই গেলাম খোঁজ নিতে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম জ্বলজ্যান্ত এক পুলিশ অফিসার। কম বয়েসে তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যে মনে মনে মামু বলে সম্বোধন করতাম। বয়েস বাড়ার সাথে সাথে তারা মামু থেকে ভাইগ্নাতে পরিণত হয়েছে। বুকের মধ্যে খটাস করে একটা ধাক্কা দিল। কি দোষ করলাম রে বাবা? দরজা খুলে প্রশ্ন করতে জানা গেল আমাদের এলার্ম সিস্টেম থেকে পুলিশের কাছে একটা সিগনাল গেছে। প্যানেলে একটা ছোট বোতাম আছে। সেটা টিপলে পুলিশের কাছে গোপনে খবর চলে যায়, তারা এসে হাজির হন। চমৎকার ব্যবস্থা। শুধু একটাই সমস্যা। আমরা কেউ শুধু সেই বোতাম কেন, প্যানেলের চৌহদ্দির মধ্যেও যাইনি।

ভাইগ্না বিদায় হতে এলার্ম কম্পানীর কাছ থেকে ফোন এলো। বাসায় সব ঠিক আছে তো? অবশ্যই। গুড। তার গুড মানে যে পুলিশের একশ' সত্তর ডলারের বিল এলার্ম কম্পানী আমাদের ঘাড়ে চাপিয় দেবে, তা কে জানত? যেহেতু সত্যিকারের কোন এমার্জেন্সী ছিল না, পুলিশ এটাকে সনাক্ত করেছে ফলস এলার্ম হিসাবে। যে কারণে এই শাস্তিমূলক জরিমানা।

লতা আমার চেয়েও ক্ষিপ্ত। "এক্ষুনী ফোন করে সার্ভিস ক্যান্সেল করে দাও। বদমায়েশের দল! ওদের ইকুইপমেন্ট ভুতের মত সিগনাল পাঠাচ্ছে আর দোষ হচ্ছে আমাদের? দরকার নেই এই সার্ভিসের।"

"কন্ট্রাক্টের এখনও দশ মাস বাকি। ভাঙলে তিনশ' ডলার গচ্চা দিতে হবে।" গম্ভীর মুখে স্মরণ করিয়ে দেই।

লতা ধপাস করে চেয়ারে বসল। "মগের মুল্লুক পেয়েছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। ব্লাড প্রেসারটা মাপো তো।"

মেশিন এনে প্রেসার মাপলাম। ঠিকই আছে। খোঁচা দেবার জন্য বললাম, "টাকার মায়া বড় মায়া। নিশ্চয় বিল দেখেই তোমার মাথায় নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয়েছে।"

লতা বিলটা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। "দোষ তোমার। তখনই বলেছিলাম ঐ এজেন্টের কাছ থেকে নিও না। শুনলে না।"

লতার বদ্ধমূল ধারণা আমাদের সংসারে যত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে তার মূল কারণ একটাই – আমি। লতার সকল উপদেশে কর্নপাত করলে আমাদের জীবন হত এক নদীর মত, কল কল, ছল ছল...। যে এজেন্টের কাছ থেকে এই সার্ভিস কিনেছিলাম, সে ছিল একটু অর্বাচীন ধরণের। ইকুইপমেন্ট ইন্সটলশনে কিছু ত্রুটি ছিল হয়ত। লতা আদতেই নিষেধ করেছিল কি করেনি স্মরণও নেই, কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কে সেটা স্বীকার করে নেবারও কোন কারণ নেই। মিয়া বিবিতে তাই নিয়ে কিছুক্ষন বাক্য বিতন্ডা হল। এই জাতীয় চুটকি ঝগড়ার কিছু উপকারীতা আছে – ক্ষনিকের জন্য মনযোগ বিচ্যুত হয়, মাথা ঠান্ডা হবার সুযোগ পায়।

এক শ' সত্তর না দিয়ে হয়ত পার পাওয়া যাবে না। সেই বিল রেখে অন্য দুটি খুললাম। এখানে ইলেক্ট্রিসিটি এবং পানি দুটোরই মূল্য বেড়েছে। নানা অজুহাতে। সরকারী পদক্ষেপগুলোর একটাও পছন্দ নয় আমার কিন্তু এই নিয়ে বেশী উচ্চবাক্য করবার তাগিদ নেই। ভালো খারাপ নিয়েই জীবন। লতা কখন বিল টিল হাতে তোলে না। আজ বিশেষ ব্যাতিক্রম হল। প্রতিটা

বিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। কিছু বলল না। সবশেষে হাতে তুলে নিল ল্যাব রিপোর্টটা।

“এটা কি?”

“ল্যাব রিপোর্ট। কোলন ক্যান্সারের।” নির্বিকার মুখে বললাম। এখানে এটাই নিয়ম। একটা বয়েসের পর ডাক্তাররা নিয়মিত চেক করতে দেয়।

দ্রুত হাতে খামের ভেতরে থেকে রিপোর্টটা বের করল লতা। মেলে ধরে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ল। তার দুই ঠোঁটের ফাঁকে স্বস্তির হাসি। ল্যাব রিপোর্ট ভালো। কোন কিছু পাওয়া যায় নি। রিপোর্ট খামে চালান করে দিয়ে চলে যাবার আগে কোমল কণ্ঠে বলল, “যাক এক শ’ সত্তর। শরীর স্বাস্থ্যটাই বড়। কফি দেব?”